তারিখ ... 19 JUL 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক সংবাদ

05

বগুড়ার উডবার্ণ লাইব্রেরী বই খাচ্ছে পোকায়

বগুড়াঃ এখানকার ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরী। প্রায় ২৪ হাজার বই রয়েছে যার মধ্যে অধিকাংশই পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে তা নষ্ট হচ্ছে। বই কাটছে উঁই পোকায়, ছাদ চুয়ে পানি পড়ায় বেশ কিছু বই পচে যাচ্ছে। প্রায় ২ হাজার বই অর্থাভাবে বাঁধাই করা যাচ্ছে না, এগুলোও নষ্ট হচ্ছে।

বগুড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে এই লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে আছে ২শ' বছরের পুরাতন ও হাতে লেখা বেশ কিছু পুঁথি। এগুলো গবেষণার কাজে লাগতে পারে। কিন্তু সংরক্ষণের সুব্যবস্থা নেই। সরকার যে অনুদান দিচ্ছে তা প্রয়োজনের মুখে খুব সামান্য, স্থানীয় বিত্তবান লোকজনও লাইব্রেরীটি রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসছেন না। সরকার বছরে মাত্র ৪০ হাজার টাকা দিয়ে থাকে, তার মধ্যে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ২০ হাজার টাকা কেটে নেয়। তারা ঐ ২০ হাজার টাকায় বই পাঠায় নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী, যা পাঠকদের আকর্ষণ করে না। প্রয়োজনীয় বই চাইলেও তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। বাকী যে ২০ হাজার টাকা, তা থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুতের বিল ও পত্রপত্রিকা কিনতে খরচ হয়ে যায়।

লাইব্রেরী ভবনটি সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে, কিন্তু তহবিল নেই। ছাদ চুয়ে পানি পড়ে। পানিতে নষ্ট হয় বই। দীর্ঘদিন চুনকাম না করায় ভবনটির বাইরে থেকে দেখতেও শ্রীহীন। ভেতরে বই রাখার মতো র‍্যাক পর্যন্ত নেই।

সব ধরনের পত্রপত্রিকা থাকায় লাইব্রেরীতে দৈনিক পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাদের বসবার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই। অনেক পাঠককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকা কিংবা বইপত্র পড়তে হয়। কর্মচারী সংখ্যা স্বল্পতার কারণে বই পাহারা দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে অনেক বই চুরিও যাচ্ছে। পাঠকদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই স্কুল-কলেজের ছাত্র কিন্তু প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই না থাকায় তারা নোট নিতে পারে না।

— উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি